দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিগগিরই জাতীয় গ্রন্থনীতি চালু হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছেন, সরকার শিগগিরই জাতীয় গ্রন্থ নীতি চালু করবে। এই নীতি চালু করার ব্যাপারে তিনি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল রোববার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করছিলেন।

তিনি বলেন, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুরা যাতে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠতে পারে। সম্মিলিতভাবে সেজন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

বেগম জিয়া বলেন, শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকরা গণতন্ত্রের বৃহত্তম রক্ষাকবচ।

তিনি বলেন, গ্রন্থপাঠ জনগণের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে

প্রধানমন্ত্রী ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৩

প্রধানমন্ত্রী ঃ জাতীয় গ্রন্থমেলার উদ্বোধন

(১ম পাতার পর)

সচেতনতা সৃষ্টি করে।

গণতন্ত্রকে সুসংহত করে একে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনের ওপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন।

বেগম জিয়া বলেন, জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলাই হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ। তিনি বলেন, সমাজ উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত সমাজের কোন বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রী শুধু আনন্দদানের জন্য নয়, সকল বয়সের সকল শ্রেণীর জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সকল ধরনের বই প্রকাশের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বই-এর মান বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পাঠ্যপুস্তকগুলো এত অযত্নে প্রকাশিত হয় যে, ছাত্ররা পড়ার কোন আগ্রহই খুঁজে পায় না।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জাহানারা বেগম, ভারপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সচিব ইসলামউদ্দিন মালেক এবং জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ ফজলে রাব্বিও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

পরে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করেন ও স্টলগুলো ঘুরে দেখেন।

পঞ্চাশটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এই গ্রন্থমেলায় অংশ নিচ্ছে। ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এলায়েন্স ফঁসেজ, চীনা দূতাবাস এবং ইন্দোনেশীয় দূতাবাসও মেলায় অংশ নিচ্ছে।